26-10-33

সীতা

এক আনা

সীতা

সীতা—কঙ্কাবতী

চরিত্র

রাম	—	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
লক্ষ্মণ	—	„ বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
ভরত	—	„ তারাকুমার ভাদুড়ী
শত্রুঘ্ন	—	„ অয়স্কান্ত বক্সী
বশিষ্ঠ	—	„ শীতলচন্দ্র পাল
বাল্মীকি	—	„ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শম্বুক	—	„ অহীন্দ্র চৌধুরী
লব	—	„ শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী
কুশ	—	„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়
হুস্মুখ	—	„ অমলেন্দু লাহিড়ী
কঞ্চুকী	—	„ শান্তশীল গোস্বামী
অশ্বরক্ষকদ্বয়	—	„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় „ রমেশচন্দ্র দত্ত (চানী বাবু
বৈতালিক	—	„ ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়
কৌশল্যা	—	শ্রীমতী মনোরমা
সীতা	—	„ কঙ্কা
ঊর্ম্মিলা	—	„ রাণী
তুঙ্গভদ্রা	—	„ প্রভা
পরিচালক	—	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
সহকারী ঐ	—	হেমচন্দ্র চন্দ্র
চিত্রশিল্পী	—	ইউসুফ্ মুল্‌জী
সহকারী ঐ	—	যোগী দত্ত
শব্দযন্ত্রী	—	লোকেন বসু
সহকারী ঐ	—	বাণী দত্ত
ব্যবস্থাপক	—	কৃষ্ণ হালদার নগেন বসু
সহকারী ঐ	—	চানী দত্ত
দৃশ্যপরিকল্পনাকারী		প্রভাত চট্টোপাধ্যায় নলিনী মজুমদার
সঙ্গীত পরিচালক		বিষণচাঁদ বড়াল (অবৈতনিক)
রসায়ণাগারাধ্যক্ষ		সুবোধ গাঙ্গুলী
সম্পাদক	—	সুবোধ মিত্র

সীতা

(গল্প)

সুদীর্ঘকাল বনবাসের পর শ্রীরামচন্দ্র কিছুদিন হোলো অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজা হোয়েচেন—ভাইদের নিয়ে, সীতাকে নিয়ে, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছেন। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রজাবৎসল রাজা—সূর্য্যবংশের প্রাচীন ও প্রখ্যাত রাজাদের মতো বিচক্ষণতার সঙ্গেই রাজ্যপালন কোরচেন। সীতা পূর্ণ গর্ভবতী—শীঘ্রই স্বামীকে কুলপাবন পুত্ররত্ন উপহার দিবেন। দেখে মনে হয়, দুঃখের দিন সব একেবারেই কেটে গেছে; অতঃপর রাম-সীতার ভবিষ্যৎ জীবন—যতদূর দৃষ্টি চলে, অবচ্ছিন্ন সুখেরই জীবন!

কিন্তু হায়, মানুষের দৃষ্টি—কতটুকুই বা চলে!

ঋষিরা আশীর্ব্বাদ কোরে পাঠালেন, "প্রজানুরঞ্জনের জন্য সর্ব্ব-স্বার্থ বিসর্জ্জনে শ্রীরামচন্দ্র যেন কখনো বিমুখ না হন।"

নিয়তির পরিহাস না দেবতাদের ছলনা!—কে জানে কি! শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ প্রজানুরঞ্জনের জন্য যাঁরা সর্ব্ব-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে কখনো বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেননি, তিনি প্রতিজ্ঞা কোরলেন, যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রজানুরঞ্জনের জন্য তিনিও তাঁর সর্ব্ব-স্বার্থ, এমন কি তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর জানকীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ কোরতে প্রস্তুত আছেন।

প্রয়োজন হোলো। গুপ্তচর দুর্ম্মুখ সংবাদ আনলো—প্রজারা সীতার কথা নিয়ে আলোচনা করে; তারা বলে, "শ্রীরামচন্দ্রের এটা ঠিক উচিত হয়নি—দশমাসকাল যিনি অনাচারী দুরাত্মা রাক্ষসের বাড়ীতে বাস কোরে এলেন, সেই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা, তাঁকে পাটরাণী করা, উচিত তো নয়ই, বরং অন্যায়, এবং রাজোচিত আদর্শের দিক দিয়ে অসঙ্গত।

কুলগুরু বশিষ্ঠ কথাটার সমর্থন কোরলেন—বোললেন, প্রজারা যখন চায়, তখন প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে ত্যাগ কোরতে হবে। ভরত, লক্ষণ তীব্র প্রতিবাদ কোরলেন। রাম তাঁদের বুঝিয়ে বোললেন—উপায় নেই! কর্ত্তব্য স্থির হোয়ে গেল—সীতাকে বনবাস দেওয়া হবে। সতীর নির্য্যাতনে রাগে, অভিমানে ভরত অযোধ্যা ছেড়ে মাতুলালয়ে চলে গেলেন।

সীতা বনে গেলেন, লক্ষ্মণ সঙ্গে গিয়ে তাঁকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনসীমায় রেখে এলেন—নীরস কর্ত্তব্যপালন সমাধা হোলো; রামের বুক ভেঙে গেলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রজানুরঞ্জনের জন্য তিনি সবই মুখ বুজে সহ্য কোরলেন।

কামাইবার
জন্য
রাকা
প্রকৃষ্ট সুগন্ধ সাবান
ব্যবহারে খুসী হইবেন
•
বেঙ্গল
কেমিক্যাল

সীতা-হারা রামের জীবনে এলো নিবিড় দুঃখের দিন। এ দুঃখ একান্ত তাঁরই স্বকৃত; তিনি কাউকে দোষ দিলেন না—নিঃসঙ্গ একক এই মর্ম্মন্তুদ দুঃখ সহ্য কোরলেন।

রাম—শিশিরকুমার

শ্রীরামচন্দ্রের প্রজাপালন, প্রজানুরঞ্জন নির্ব্বিবাদে চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে

রূপসীর রূপসজ্জায়

হিমানী স্নো

চির আচরিত প্রসাধন

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

প্রস্তুত কারক **হিমানী** কলিকাতা

দাক্ষিণাত্যে এক ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকাল-মৃত্যু ঘটলো—ব্রাহ্মণ রাজারামচন্দ্রকে দোষী কোরলেন ; বশিষ্ঠ শাস্ত্রের অনুশাসন জানালেন, "দাক্ষিণাত্যে শূদ্ররাজ শম্বুক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

রাম ও সীতা

লঙ্ঘন কোরে তপশ্চর্য্যা কোরচে—শূদ্রোচিত ক্রিয়াকর্ম্ম ছেড়ে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপের

আসিতেছে ! আসিতেছ !

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

ইহুদি কি লেড়কি

ইহুদি কি লেড়কির একটি দৃশ্য

প্রতীক্ষায় থাকুন

অনুষ্ঠান কোরচে—পঞ্চবটী বনে গোপনে যাগযজ্ঞ কোরচে ; সেই পাপেই এই অকাল-মৃত্যু। সুতরাং তাকে বধ করা প্রয়োজন—বধ করা রাজার কর্ত্তব্য।"

আবার সেই নীরস কর্ত্তব্যপালন !

লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা—বিশ্বনাথ ও রাণী

এবার রামচন্দ্র সহজে স্বীকৃত হোলেন না। এরই মধ্যে সত্য কি, অসত্য কি, সত্যের পথ কি, এ সব নিয়ে তাঁর মনে তুমুল দ্বন্দ আরম্ভ হোয়েচে। বশিষ্ঠ শাস্ত্রের অনুশাসন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা বুঝোলেন—রামচন্দ্রের মন তাতে সায় না দিলেও, অগত্যা তিনি বশিষ্ঠের আদেশ

P-K-SEN'S

CHAULMOOGRA

OINTMENT & SOAP

BEST FOR ALL SKIN TROUBLES

P.K.SEN'S DRUGS & CHEMICAL WORKS
(CHITTAGONG - INDIA.)
75-1 COLOOTOLA ST, CALCUTTA.

PAB

পি, কে, সেনের

'চাল মুগরা' মলম ও সাবান

— সকল চর্ম্মরোগের সুপরীক্ষিত শ্রেষ্ঠ প্রতিকার —

আইডিয়েল স্নো

সৌন্দর্য্যের জন্য আদর্শ প্রসাধন

'সৌরভ' কেশতৈল

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর, সুগন্ধি, কেশবর্দ্ধক

পি, কে, সেন এণ্ড সনস্ চট্টগ্রাম

মেনে নিলেন—চিরসাথী লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শম্বুক-বধের উদ্দেশ্যে তাঁর বনবাস-স্মৃতি-পূত পঞ্চবটী বনে যাত্রা কোরলেন।

শম্বুক তাঁর যজ্ঞের জন্যে পঞ্চবটী বনের এক নিভৃত অংশ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর যজ্ঞ একেবারে নূতন—তাঁর আগে কেউ কখনো এমন যজ্ঞ করেনি; সকল রকমে ব্রাহ্মণের সম্পর্কশূন্য তাঁর এ যজ্ঞ—অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, হোতা, ঋত্বক্, নিমন্ত্রিত, সকলেই শূদ্র; পত্নী তুঙ্গভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে শম্বুক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কোরচেন।

যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়ে শম্বুক যেই চোখ মেলেচেন অমনি দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে, শ্রীরামচন্দ্র—শম্বুকের মনে হোলো, "মূর্ত্তিমান যজ্ঞ-ফল" তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হ'য়েচেন! শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে জানালেন, শাস্ত্রের অনুশাসন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিধান লঙ্ঘন করার অপরাধে তিনি শম্বুককে গুরুতর দণ্ড, প্রাণদণ্ড দিতে এসেচেন; শ্রীরামচন্দ্রই শম্বুকের উপাস্য, কাম্য, ইষ্টদেব; সেই ইষ্টদেবের হাতে প্রাণ যাবে শুনে, তিনি হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দিলেন।

তুঙ্গভদ্রা স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেন; রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, অনুরোধ রক্ষা করা অসম্ভব, কারণ শম্বুকের অপরাধ খুব গুরুতর—তাঁর শিক্ষায় দাক্ষিণাত্যে শূদ্রজাতি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কৃষিকার্য্য সব ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকর্ম্ম কোরচে, অনাচারে দেশ ভরে গেছে, ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকাল মৃত্যু হে য়েচে।

শম্বুকের বুকে তরবারি আমূল বিঁধে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বধ কোরলেন—সতীর চোখের উপর স্বামী-হত্যার ভীষণ দৃশ্যে তুঙ্গভদ্রা মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়ে গেলেন। মূর্চ্ছান্তে তুঙ্গভদ্রা শ্রীরামচন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—

"সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী,
তোমার প্রাণের ব্যথা কেহ বুঝিবে না;
সম্মুখে দেখিবে সুখ, মরুভূমে মরীচিকা সম—
যেমন ধরিতে যাবে, বাতাসে মিশাবে!
মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়!"

শ্রীরামচন্দ্রও "তথাস্তু" বোলে সতীর এই নিদারুণ অভিশাপ শিরোধার্য্য কোরে নিলেন।

রাজধানীতে ফিরে এসে রামচন্দ্র একান্ত নিঃসঙ্গ একাকী থাকেন—এমন কেউ নেই যাকে প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণার কথা বোলে দুঃখের লাঘব করেন। কোনো রকমে মনের ব্যথা মনেই চেপে রেখে শ্রীরামচন্দ্র যথারীতি রাজকার্য্য পরিচালনা করেন, আর অবসর সময়টা সীতার স্মৃতি ধ্যান কোরেই কাটান। এমন সময়ে বশিষ্ঠ এসে জানালেন, এখন তিনি যখন সার্ব্বভৌম সম্রাট, আর প্রজারা যখন চায় তখন তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞ কোরতে হবে—আর স-সহধর্ম্মিণী অশ্বমেধ যজ্ঞ করাই যখন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, তখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রজানু-

বিশ্বাসেই বীমার প্রতিষ্ঠা—

অতুল, অনবদ্য ন্যস্ত সম্পত্তি ও মিতব্যয়ের সহিত পরিচালনার গুণে

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোঃ লিঃ

উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর

ঐকান্তিক বিশ্বাসভাজন

হইতে সক্ষম হইয়াছে

ন্যস্ত সম্পত্তির পরিমাণ	দাবী মিটান হইয়াছে
৪ কোটি টাকার অধিক	৫ কোটি টাকার অধিক

প্রতিবৎসর প্রিমিয়মের আয় ৮০ লক্ষ টাকা

হেড অফিস :
বোম্বাই :

কলিকাতা শাখা
১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

প্রসাধনে অতুলনীয় ও অপরিহার্য্য

সাবান

‘হোল্ডার টপ’

ফেনকা শেভিং ষ্টিক্

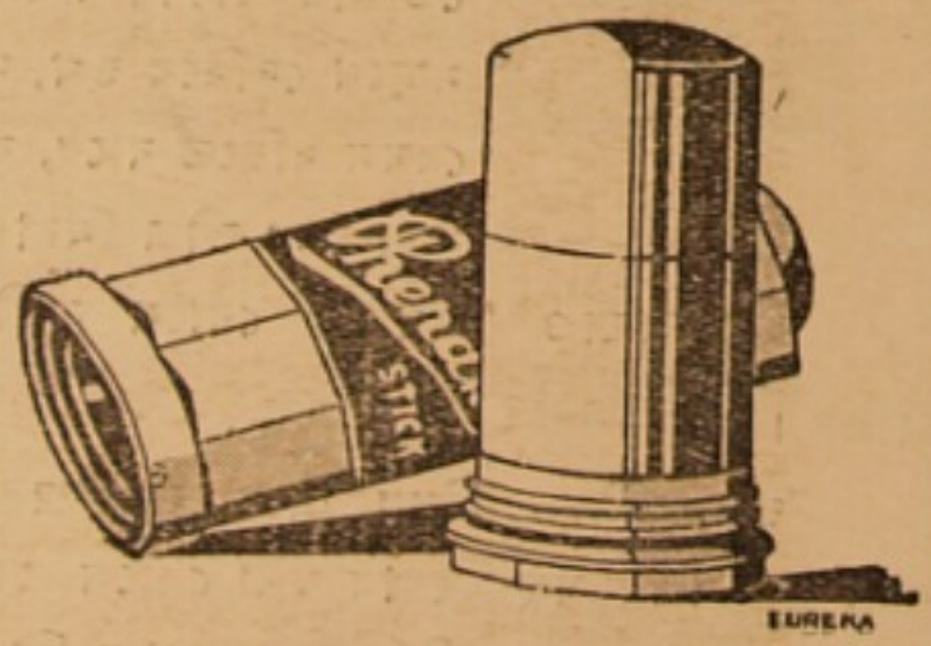

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস
কলিকাতা

রঞ্জনের জন্য, সীতার অভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে আবার বিবাহ কোরতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র এতদিন মুখ বুঁজে সবই সহ্য কোরছিলেন, কিন্তু এবার সীমা ছাড়িয়ে গেছে—বশিষ্ঠের এই

শম্বুক—অহীন্দ্রকুমার

নির্মম অনুশাসনের তীব্র প্রতিবাদ কোরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানালেন, তিনি এ আদেশ

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

মীরাবাই

আসিতেছে !!

আসিতেছে !

প্রতীক্ষায় থাকুন

পালনে নিতান্তই অক্ষম—তাতে যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ না হয়, তাও স্বীকার ; তবে নব-বিবাহের বদলে সীতার স্বর্ণ-মূর্ত্তি হোলে যদি কাজ চলে তবে তিনি অশ্বমেধে অস্বীকৃত নন—আর তাঁর ধ্যানের সেই দেবী-মূর্ত্তি তিনি নিজের হাতেই গোড়বেন, কারণ তাঁর ধ্যানের কল্পনাকে শরীরিণী করা অতি বড় শিল্পীরও অসাধ্য।

তাই হোলো—স্বর্ণ-মূর্ত্তি গড়া হোলো ; ঠিক হোলো যে যজ্ঞ-সাঙ্গের সময়ে তাই দিয়ে সহধর্ম্মিণীর অভাব পূর্ণ করা হবে। আপাততঃ এক নূতন মন্দিরে মূর্ত্তি রেখে শ্রীরামচন্দ্র অবসর-সময়ে সীতা-স্মৃতি-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

এদিকে বাল্মীকির তপোবনে সীতা যমজ পুত্রসন্তান প্রসব কোরেচেন। মহর্ষি তাদের নাম রেখেচেন কুশ ও লব, তাদের ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কোরেচেন, দুজনেই সর্ব্বশাস্ত্রশস্ত্রবিশারদ, দুর্দ্ধর্ষ বীর হোয়েচে, আর পোড়েচে "রামায়ণ"—শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব চরিত্র গাথা অবলম্বন কোরে মহর্ষি যে নূতন মহাকাব্যগ্রন্থ রচনা কোরেচেন ; কিন্তু তাদের জননী সীতাই যে শ্রীরামচন্দ্রের সীতা তা তারা জানে না। জ্যেষ্ঠ কুশ স্থির-ধীর-শান্ত কনিষ্ঠ লব দৃপ্ত-চঞ্চল ; বয়স তাদের এখন অষ্টাদশ বৎসর !

ওদিকে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ হোয়ে গেছে, অশ্বের রক্ষক হোয়ে শত্রুঘ্ন সসৈন্য সঙ্গে-সঙ্গে গেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ দেওয়ার জন্য ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হোয়েচে... মহর্ষি বাল্মীকির কাছেও আমন্ত্রণ-লিপি এসেচে। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনেই সীতা একেবারে ম্রিয়মান হোয়ে গেলেন···যে স-সহধর্ম্মিণী অনুষ্ঠান করা বিধি, তার জন্য কি ব্যবস্থা হোয়েচে ? তবে কি শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের জন্য আবার বিবাহ কোরেচেন ! সীতাকে ভুলে গেছেন ? বাল্মীকি সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোললেন, তিনি স্বয়ং যজ্ঞক্ষেত্রে গিয়ে ব্যাপারটা জেনে আসবেন। তাঁর কল্পনার রামচন্দ্র, "রামায়ণ" গ্রন্থের আদর্শ রামচন্দ্র, আর নরপতি রামচন্দ্র একই কিনা তা স্বচক্ষে দেখে আসবেন। যাবার আগে ধরণীর বুক থেকে "ধরার মেয়ে" গান শুনে বাল্মীকি সীতা দুজনেই বুঝলেন যে, শীঘ্রই ধরিত্রীদেবী কন্যা সীতাকে কোলে তুলে নেবেন।

এদিকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরতে-ঘুরতে বাল্মীকির তপোবনে এসে পৌছেচে। পরম সুন্দর অশ্ব দেখে লব তাকে ধরে বেঁধে রেখেচে। কুশ বোললে, "তুমি এ কি কোরেচ ! অশ্বের ললাটে যে নিদর্শন-পত্র লেখা আছে তাতে দেখনি যে, এ মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধের অশ্ব। প্রজার মঙ্গলের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কোরচেন ! ঘোড়া ছেড়ে দাও।" দু'ভাইয়ের এমনি কথা-কাটাকাটি চোলচে, এমন সময়ে সীতা সেখানে এসে ঘোড়া আর তার কপালের লেখা দেখেই চোমকে গেছেন ! এ কি ! পিতা-পুত্রে যুদ্ধ ! অথচ কেউ কাউকে চেনে না ! ঘোড়া রাখবার জন্য, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য লব মায়ের কাছে অনুমতি ভিক্ষা কোরলো। শ্রীরামচন্দ্র তার আদর্শ, কিন্তু সীতার প্রতি তাঁর ব্যবহার সে মোটেই সমর্থন করে না ; যদি কখনো তাঁর

It will pay

YOU

To advertise in
the pages of this programme.

MAXIMUM CIRCULATION AT A MINIMUM COST

FOR PARTICULARS ENQUIRE OF.

THE PUBLICITY OFFICER, CHITRA

OR

THE EUREKA PUBLICITY SERVICE

157-B, DHARAMTALA STREET. CALCUTTA.

সঙ্গে দেখা হয় তবে বিনা-অপরাধে সীতাকে নির্ব্বাসনে দেওয়ার জন্য সে তাঁকে তিরস্কার কোরতেও দ্বিধা কোরবে না ; তার সাধ যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর শ্রীরাম-চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে তাঁকে পরাজিত কোরে সে জগৎকে দেখিয়ে দেয় যে সে শ্রীরাম-চন্দ্রের চেয়েও শক্তিমান্। কুশও ভাইয়ের প্রার্থনাতে যোগ দিল। বীর-পুত্র বীর-মাতার কাছে যুদ্ধের অনুমতি চায় ; অগত্যা সীতা অনুমতি দিলেন—"সমরে-অজেয় হও" !

সীতা ও লব—লব—শৈলেন চৌধুরী

প্রবল যুদ্ধ বাধলো—একদিকে অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক লব একাকী, আর অন্যদিকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রবল পরাক্রান্ত অনীকিনী সহ লবণ-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বীর শত্রুঘ্ন ; ঘোর যুদ্ধের পর লব জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ কোরলো ! সসৈন্যে শত্রুঘ্ন অচেতন হোয়ে ভূপতিত হোলেন ;

ভারতের প্রাচীনতম বীমা কোম্পানী

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

(স্থাপিত ১৮৭১ সাল)

সোসাইটীর বিশেষত্ব ঃ

১। প্রিমিয়মের হার কম

২। পালিসির সর্ত্ত সকল সরল এবং উদার

৩। আর্থিক অবস্থা অতুলনীয়

প্রতি বৎসরের ১০০৲ টাকার লভ্যাংশ
মেয়াদী বীমার ২১৲ ও
আজীবন বীমার ২৩৲

৪। স্থায়ী অক্ষমতায় বিশেষ ব্যবস্থা

৫। প্রত্যেক বীমাকারীকে বোনাস দিবার গ্যারান্টি

৬। যাবতীয় সম্পত্তি ও লভ্য বীমাকারীদের প্রাপ্য
এজেণ্টদিগকে বংশ পরম্পরায়
উচ্চহারে কমিশন
দেওয়া হয়

কলিকাতা অফিস ঃ ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

স্নিগ্ধ ঃ ঃ
সুস্বাদু ঃ ঃ
পুষ্টিকর ঃ ঃ

"হ্যাপি বয়" ও
"গোল্ড মেডাল"
আইস ক্রীম

উত্তেজনা ক্লান্ত শরীরে স্ফূর্ত্তি আনে।
ইহাতে হাতের স্পর্শ লাগে না
ও ইহার বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
— ইহাতে ডিম নাই —
স্বাস্থ্যানুকূল প্যাকেটে সর্ব্বত্র বিক্রয়ের
ব্যবস্থা আছে।

দি ডেয়ারী ফুড সাপ্লাই কোং লিঃ
ষ্টিফেন হাউস ঃ কলিকাতা, ফোন কলিঃ ২৬৩৪

শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে এই পরাজয়-সংবাদ পৌঁছে দেবে, এমন একটী লোক পর্য্যন্ত রইলো না। তাই লব ঠিক কোরলো, অশ্বমেধের ঘোড়ার পিঠে চেপে অযোধ্যা গিয়ে

সে নিজেই শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা কোরে তার আজন্মের কামনা পূর্ণ কোরবে, তাঁকে পরাজয়-সংবাদ দেবে, অশ্বমেধের ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

এদিকে অযোধ্যায় নব-মন্দিরে সীতার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তির সামনে শ্রীরামচন্দ্র সীতা-স্মৃতি ধ্যানে তন্ময় হোয়ে আছেন দুয়ারে লক্ষণ পাহারা দিচ্চেন, যেন কেউ কোনরকম গোলযোগ কোরে তাঁর সে ধ্যানে বাধা না জন্মায়। এমন সময় সেখানে এলেন ভরত, সীতা-স্মৃতি-ধ্যানের কথা শুনে তাঁর সকল রাগ, সব অভিমান দূর হোয়ে গেল! শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তিনি বারংবার প্রণাম কোরলেন।

এমন সময়ে প্রহরীদের কোনো বাধা না মেনে, সেখানে ঝড়ের মতো প্রবেশ কোরলো লব—"পত্নীত্যাগী স্বেচ্ছাচার রাজা" রামচন্দ্রের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা কোরে তাঁকে "তিরস্কার" কোরবে বোলে; ভরত লক্ষণ তাকে উচ্চকণ্ঠে কথা কইতে নিষেধ কোরলেন। কিন্তু লবের উচ্চকণ্ঠে ধ্যান-মগ্ন শ্রীরামচন্দ্রের কানে গিয়ে পৌছেচে এ কণ্ঠস্বর যে হুবহু সেই সীতার কণ্ঠস্বরেরই অনুরূপ, যা শয়নে-স্বপনে-জাগরণে অহরহ তাঁর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে; তিনি "কার, ওরে, কার কণ্ঠস্বর" বোলে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, এসেই দেখেন সামনে এক অপূর্ব্ব বালক, অবিকল সীতারই প্রতিচ্ছবি···সেই ভুবন ভোলানো রূপ, সেই নীল-নলিন নয়ন! শ্রীরামচন্দ্র তাকে মন্দিরের কাছে নিয়ে এসে "দেবীমূর্ত্তি" দেখালেন, "মা, মা," বোলে লব সেখানেই বোসে পোড়লো···পিতা-পুত্র দুজনের পরিচয় পেলেন।

রাজপ্রাসাদে রাজপুত্রের মতো থাকবার জন্য রামচন্দ্র লবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, সীতা নির্ব্বাসনের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা কোরলেন—কিন্তু দৃপ্তভাবে লব জানালো যে, তার স্থান রাজপ্রাসাদে নয়, তার স্থান পর্ণকুটীরে তার অভাগিনী মায়ের কোলে; বোলেই সে ঝড়বেগে বেরিয়ে গেল। লবকে অবিলম্বে ফেরাবার জন্য তার পেছনে যেতে ভরত লক্ষণকে অনুরোধ কোরে শ্রীরামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়ে গেলেন; তাঁরা ফিরে এসে জানালেন যে, লব কিছুতেই ফিরে এলো না। যজ্ঞ-অশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে সে জানিয়ে গেল, যেখানে তার মায়ের অপমান হয়, সেখানে সে কেমন করে ফিরবে!

"দোলাচলচিত্তবৃত্তি" হোয়ে রাম ভাবচেন যে এখন কর্ত্তব্য কি, কোন্ পথ গ্রহণ করা উচিত, প্রজানুরঞ্জন বড় না প্রেম বড়, এমন সময়ে এলেন মহর্ষি বাল্মীকি; সভাস্থলে শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বশিষ্ঠও এলেন দুর্ম্মুখও এসে খবর দিল যে, সভাস্থলে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখে রাজ্যের ছোটবড় সকলেই রাজমহিষীর চরণ দর্শনের জন্য বিষম উত্তেজিত হোয়েচে। তখন বশিষ্ঠ-বাল্মীকি পরামর্শ কোরে স্থির কোরলেন যে, সীতাকে ফিরিয়ে আনা হবে, এবং রাজ্যের প্রধান নায়কদের সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ সপুত্র সীতাকে নিয়ে আসবেন।

লোকে লোকারণ্য—সেখানে ত্রিভুবন সমাগত; সকল ব্যবস্থা প্রস্তুত; এমন সময়ে সীতা এলেন···সিংহাসন থেকে উঠে শ্রীরামচন্দ্র যেই তাঁকে ধরে নিয়ে আসতে যাবেন অমনি তাঁকে বাধা দিয়ে বশিষ্ঠ বোললেন, "মা সীতা, রামচন্দ্র তোমাকে গ্রহণ করবার আগে তোমায় শপথ কোরতে হবে যে ইহজীবনে কখনো স্বামী ছাড়া আর

অন্য চিন্তা করনি।" সমবেত প্রজারাও নীরবে তাতে সায় দিল। রামচন্দ্র, বাল্মীকি, লব সকলে বাধা দিয়ে উঠলেন। সকলকে থামিয়ে দিয়ে সীতা শপথ গ্রহণ কোরলেন, তাঁর মাতা ধরিত্রী-দেবীকে সম্বোধন কোরে বোললেন, যদি জীবনে কখনো স্বামী ছাড়া অন্য চিন্তা না কোরে থাকি, তবে তুমি আমাকে তোমার কোলে গ্রহণ কর···তোমার কোলে গিয়ে সকল জ্বালা জুড়াই।" অমনি স্বর্গ থেকে সীতার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হোলো; তারপর ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেল, ভূমিকম্পে সীতার পায়ের তলার মাটী ফেটে গল, সীতা ধরিত্রীর কোলে কোন্ অতলে তলিয়ে গেলেন কে জানে! সেখানে ফুটে উঠলো একগুচ্ছ পদ্মফুল।

সতীর অভিশাপ পূর্ণ হোলো—

"সম্মুখে দেখিবে সুখ, মরুভূমে মরীচিকা সম।
যেমন ধরিতে যাবে, বাতাসে মিশাবে!"

———o———

(১)

জয় সীতাপতি সুন্দর-তনু
প্রজারঞ্জনকারী,
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু
সত্য-ব্রতধারী।
ধরণী পূত চরণ-পরশে,
পুরবাসীগণ মগ্ন হরষে,
আকাশ হইতে নিত্য বরষে
দেবতা-কৃপাবারি।
গীত—শ্রীক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়

(২)

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে,
লক্ষ্মীহীন এ শূন্য পুরী প্রাণ যে কেমন করে,
কোথায় আলো, কোথায় আলো,
আকাশ ধরা কালোয় কালো,
ফিরবো না আর প্রাণ-কাঁদানো মা-হারাণো ঘরে।
হায় সরযূর সজল সুরে শোকের গীতা গো,
ডাক্‌ছে যেন করুণ তানে কোথায় সীতা গো—
কোথায় সীতা কোথায় সীতা
জ্বল্‌ছে বুকে স্মৃতির চিতা—
কাজ্‌লা র'তের বেদন-বাঁশী বাজ্‌ছে করুণ সুরে।
গীত—শ্রীমতী মাণিকমালা

(৩)

মঞ্জুল মঞ্জরী নবসাজে—
কে এল, ওরে কে এল, কে এল বন মাঝে।
বন সাজিল, সাজিল, সাজিল রে।
হরষ-পরশে তার হাসে বসন্ত,
পুষ্প-পাগল হলো বন-বনান্ত,
লীলায়িত চঞ্চল, শ্যামলিত অঞ্চল,
যৌবন-হিন্দোলে গঞ্জিত লাজে।
মরমে মরমে জাগিল আনন্দ,
সঙ্গীতে বাজিল নন্দিত ছন্দ,
কুঞ্জের পিঞ্জরে, ভৃঙ্গেরা গুঞ্জরে,
মঞ্জু পবনে কোন্ বীণা বাজে।

(৪)

ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে
আয় গো ধরার মেয়ে।
শীতল অতল ডাকছে তোমায়,
মুখের পানে চেয়ে।
বাতাস তোমায় বল্‌ছে আপন,
আকাশ তোমায় দেখছে স্বপন,
তোমার তরে চন্দ্র-তপন
আস্‌ছে অসীম বেয়ে—

গীত—শ্রীমতী প্রফুল্লবালা

সীতা চিত্র নির্ম্মাণে রূপ, সজ্জা ও গৃহবিন্যাসে আমরা প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের নিকট বহুবিধ সাহায্যলাভ করিয়াছি। এই সুযোগে আমরা তাঁহার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

PRINTED BY
KAMALA KANTA DALAL AT THE KANTIK PRESS
44, KAILAS BOSE ST., CALCUTTA.